225160 - উপদেশ দেয়ার আদবসমূহ

প্রশ্ন

কাউকে উপদেশ দেয়ার রূপরেখা কি? উপদেশ কি নির্জনে দিতে হবে; নাকি সবার সামনে? কে উপদেশ দেয়ার যোগ্য?।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

উপদেশ হচ্ছে মুসলিম ভ্রাতৃত্বের গুরুত্বপূর্ণ একটি আলামত। এটি পূর্ণ ঈমান ও পরিপূর্ণ ইহসান শ্রেণীর গুণ। কারণ কোন মুসলিম ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নিজের জন্য যা ভালবাসে তার মুসলিম ভাই-এর জন্যও তা ভালবাসে। এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নিজের জন্য যা অপছন্দ করে তার মুসলিম ভাই-এর জন্যও তা অপছন্দ করে। আর এটাই হচ্ছে- উপদেশ দেয়ার প্রেরণা।

সহিহ বুখারী (৫৭) ও সহিহ মুসলিম (৫৬)-এ জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে যে, তিনি বলেন: “আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে এই মর্মে বাইয়াত করলাম যে, নামায আদায় করব, যাকাত প্রদান করব এবং প্রত্যেক মুসলিমের কল্যাণ কামনা করব।”

সহিহ মুসলিমে (৫৫) তামিম আদ-দারি (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “দ্বীন হচ্ছে- নাসীহা (উপদেশ, কল্যাণ কামনা)। আমরা বললাম: কার জন্য? তিনি বললেন: আল্লাহ্‌র জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলিম নেতৃবর্গের জন্য এবং সাধারণ মুসলমানদের জন্য।”

ইবনুল আছির (রহঃ) বলেন:

সাধারণ মুসলমানদের জন্য নসীহত হচ্ছে- তাদেরকে নিজেদের কল্যাণের দিক-নির্দেশনা দেয়া।[আন-নিহায়া (৫/১৪২) থেকে সমাপ্ত]

নসীহা পেশ করার সাধারণ কিছু শিষ্টাচার রয়েছে কোমলপ্রাণ উপদেশদাতার এ শিষ্টাচারগুলোতে ভূষিত হওয়া বাঞ্ছনীয়:

উপদেশ দেয়ার প্রেরণা যেন হয় মুসলিম ভাই-এর কল্যাণ সাধন করার ভালবাসা থেকে এবং অকল্যাণকে অপছন্দ করা থেকে। ইবনে রজব (রহঃ) বলেন: আর মুসলমানদের প্রতি নসীহা হচ্ছে: নিজের জন্য যা ভালবাসে তাদের জন্যও সেটাকে ভালবাসা।

নজিরে জন্য যটোকে অপছন্দ করে তাদরে জন্যওে সটোকে অপছন্দ করা। তাদরে প্রত িদয়াশীল হওয়া, ছোটেদরেকে স্নহে করা, বড়দরেকে শ্রদ্ধা করা। তাদরে দুঃখে দুঃখী হওয়া। তাদরে খুশতিে আনন্দতি হওয়া; যদওি এতে তার দুনয়িাবী ক্ষত িহোক না কনে; যমেন জনিসিপত্ররে দাম কমে যাওয়া; ফলে সে যা কছিু বক্রি করি ব্যবসা করে তাতে লাভ না হওয়া। অনুরূপ কথা প্রযোজ্য সাধারণভাবে যা কছিু মুসলমি উম্মাহ্র ক্ষত িকরে সে ক্ষত্রেওে। যা কছিু তাদরে সংশোধন করব,ে তাদরে মলেবন্ধনকে অটুট রাখব,ে নয়োমতরে ধারা অব্যাহত রাখবে সটোকে ভালবাসা। শত্রুর বরিুদ্ধে তাদরে বজিয়ী হওয়াকে এবং তাদরে থকেে সব ধরণরে বপিদ ও অনষ্টি দূরীভূত করাকে ভালবাসা। আবু আমর ইবনুস সালাহ বলনে: নসীহা হচ্ছে এমন একট িব্যাপক অর্থবোধক শব্দ যা উপদশেদাতার পক্ষ থকেে উপদশেগ্রহীতার যাবতীয় উপায়ে সব ধরণরে হতিকামনা ও হতি সাধনকে বুঝায়।[জামউেল উমূললি হকিাম (পৃষ্ঠা-৮০)]

উপদশে বা নসীহা পশে করার ক্ষত্রেে মুখলসি তথা আন্তরকি হওয়া। এর মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্ট িপ্রত্যাশা করা। মুসলমি ভাই-এর উপর বড়ত্ব ও শ্রষ্ঠেত্ব জাহরি করা নয়।

উপদশে হতে হবে নর্িভজোল ও খয়োনত মুক্ত। শাইখ বনি বায (রহঃ) বলনে: النصح (আন-নুসহ) শব্দরে অর্থ হচ্ছ-ে যে কোনে কছিুতে ঐকান্তকিতা, তাতে ভজোল ও খয়োনত না থাকা। আরবদরে কথায় এর উদাহরণ হচ্ছ-ে ذهب ناصح অর্থ খাঁট িসোনা অর্থাৎ ভজোলমুক্ত সোনা। আরও বলা হয়: عسل ناصح অর্থ ভজোল ও মোম মুক্ত মধু।[মাজমুউ ফাতাওয়া বনি বায, (৫/৯০) থকেে সমাপ্ত]

উপদশে দয়োর উদ্দশ্যে যনে না দোষারোপ করা বা ভর্ৎসনা করা। ইবনে রজব (রহঃ) এর একট িবশিষে পুস্তকিা রয়ছে:ে 'আল-ফারকু বাইনান নাসহিা ওয়াত তা'য়ীর' (উপদশে ও ভর্ৎসনা এর মধ্যে পার্থক্য)।

উপদশে দতিে হবে ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসার চতেনা নয়িে। কর্কশ ও কঠনি ভাষায় নয়। আল্লাহ্ তাআলা বলনে: "আপন িমানুষকে দাওয়াত দনি আপনার রবরে পথে হকিমত ও সদুপদশে দ্বারা এবং তাদরে সাথে সাথে তর্ক করবনে উত্তম পন্থায়।" [সূরা নাহল, আয়াত: ১২৫]

উপদশে হতে হবে জ্ঞাননর্িভর, ব্যাখ্যামূলক ও যুক্তভিত্তিকি। শাইখ সা'দী (রহঃ) বলনে: হকিমত হচ্ছ-ে জ্ঞানরে মাধ্যমে দাওয়াত দওেয়া; অজ্ঞতার ভত্তিতিে নয় এবং অধকি গুরুত্বপূর্ণট িআগে শুরু করা; এরপর পররেট।ি এবং মানুষরে স্মৃতশিক্ত িও বোধশক্তরি যটো কাছাকাছ িসটো দয়িে শুরু করা। যটো মানুষ পুরোপুর িগ্রহণ করবে সটো দয়িে শুরু করা। কোমলতা ও নম্রতা দয়িে দাওয়াত দয়ো। যদ িজ্ঞানরে প্রত িনতস্বিীকার করে তাহলে ভাল; নচতে্ সদুপদশে দয়োর পন্থা অবলম্বন করব।ে আর তা হল- উৎসাহ প্রদান ও ভীতপ্রিদর্শনরে মাধ্যমে আদশে ও নষিধে। যদ িদাওয়াতরে টার্গটেকৃত ব্যক্ত িমনে করে য,ে সে যটোর উপর আছে সটো হক্ব কংিবা সে বাতলি এর দকিে আহ্বান করে সক্ষেত্রেে তার সাথে উত্তম পন্থায় তর্ক করতে হব।ে এগুলো হচ্ছ-ে দাওয়াতরে পন্থা; যুক্তরি নরিখিে ও শরয়িতরে দৃষ্টতিে এ গুলোর মাধ্যমে

দাওয়াত দিলে সাড়া দেয়ার সম্ভাবনা অধিক। এর মধ্যে রয়েছে টার্গেটকৃত ব্যক্তি যে সব দলিলে বিশ্বাস করে সেগুলো দিয়ে তার বিরুদ্ধে প্রমাণ উপস্থাপন করা। এটি উদ্দেশ্য হাছিলের সর্বোত্তম পন্থা। বিতর্ক যেন ঝগড়াঝাঁটি ও গালাগালিতে পরিণত না হয়। তাহলে উদ্দেশ্য ভেস্তে যাবে, কোন লাভ হবে না। বিতর্কের উদ্দেশ্য যেন হয় মানুষকে সত্যের পথ দেখানো; তাদেরকে পরাজিত করা নয়।[তাফসিরে সা'দী (পৃষ্ঠা-৪৫২) থেকে সমাপ্ত]

উপদেশ দিতে হবে গোপনে। প্রকাশ্যে মানুষের সামনে নয়। তবে, কল্যাণের দিক প্রবল হলে প্রকাশ্যে উপদেশ দেয়া যেতে পারে। ইবনে রজব (রহঃ) বলেন: সলফে সালেহীন যখন কাউকে উপদেশ দিতে চাইতেন তখন তারা তাকে গোপনে সদুপদেশ দিতেন। এমনকি তাদের কেউ কেউ বলেছেন: যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইকে একান্তে উপদেশ দিয়েছে সেটোই নসীহা। আর যে ব্যক্তি মানুষের সামনে সদুপদেশ দিয়েছে সে তাকে ভর্ৎসনা করেছে। ফুযাইল (রহঃ) বলেন: ঈমানদার লোক দোষ গোপন রাখে ও উপদেশ দেয়। আর পাপী লোক বেইজ্জত করে ও ভর্ৎসনা করে।[জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম (১/২৩৬) থেকে সমাপ্ত]

ইবনে হাযম (রহঃ) বলেন: যদি তুমি উপদেশ দিতে চাও তাহলে গোপনে দাও; প্রকাশ্যে নয়। ইঙ্গিতে দাও, সরাসরি নয়। যদি সে তোমার ইঙ্গিত না বুঝে তাহলে সরাসরি উপদেশ দেয়া ছাড়া উপায় নেই...। যদি তুমি এ দিকগুলো এড়িয়ে যাও তাহলে তুমি জালিম; তুমি হিতৈষী নও।[আল-আখলাক ওয়াস সিয়ার (পৃষ্ঠা-৪৫) থেকে সমাপ্ত]

তবে, প্রকাশ্যে উপদেশ দানের মধ্যে যদি কোন অগ্রগণ্য কল্যাণ থাকে তাহলে প্রকাশ্যে উপদেশ দিতে কোন আপত্তি নেই। উদাহরণত যে ব্যক্তি কোন আকিদার মাসয়ালায় জনসম্মুখে ভুল করছে; যাতে করে তার কথা দ্বারা মানুষ বিভ্রান্ত না হয় এবং তার ভুলের অনুসরণ না করে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি সুদকে জায়েয বলে প্রকাশ্যে তার প্রত্যুত্তর দেয়া। কিংবা যে ব্যক্তি মানুষের মাঝে বিদাত ও পাপকর্মের প্রসার ঘটায়। এ ধরণের লোককে প্রকাশ্যে উপদেশ দেয়া শরিয়তসম্মত। বরং কখনও কখনও অগ্রগণ্য কল্যাণ হাছিল ও প্রবল সম্ভাবনাময় ক্ষতি প্রতিরোধার্থে ওয়াজিব।

ইবনে রজব (রহঃ) বলেন: যদি তার উদ্দেশ্য হয় নিছক সত্যকে তুলে ধরা এবং যাতে করে মানুষ বক্তার ভুল কথা দ্বারা প্রতারিত না হয় তাহলে নিঃসন্দেহে সে ব্যক্তি তার নিয়তের কারণে সওয়াব পাবে। তার এ কর্ম ও এ নিয়তের মাধ্যমে সে আল্লাহ্, তাঁর রাসূল, মুসলিম নেতৃবর্গ ও সাধারণ মুসলমানদের কল্যাণ কামনার অন্তর্ভুক্ত হবে।[আল-ফারকু বাইনান নাসীহা ওয়াত তা'য়ীর (পৃষ্ঠা-৭)]

উপদেশদাতা সবচেয়ে সুন্দর ভাষা নির্বাচন করা এবং উপদেশ গ্রহীতার সাথে কোমল হওয়া ও নরম ভাষা ব্যবহার করা।

গোপন বিষয় গোপন রাখা, মুসলিমের ত্রুটি লুকিয়ে রাখা, সম্মানে আঘাত না করা। উপদেশদাতা হচ্ছেন- দয়ালু, কোমলপ্রাণ, কল্যাণকামী, দোষ গোপন রাখতে আগ্রহী।

উপদেশ দেয়ার আগে যাচাইবাছাই করে নিশ্চিত হওয়া। ধারণার উপর নির্ভর না করা। যাতে করে তার মুসলিম ভাই-এর মাঝে

যে দোষ নাই তার উপর সে দোষ আরোপ না করা হয়।

উপদেশ দেয়ার জন্য উপযুক্ত সময় নির্বাচন করা। ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন: "অন্তরগুলোর স্পৃহা ও চঞ্চলতা আছে। আবার জড়তা ও পিছুটান আছে। সুতরাং স্পৃহা ও চাঞ্চলতার সময় অন্তরগুলোকে কাজে লাগাও এবং জড়তা ও পিছুটানের সময় ছাড় দাও।"।[ইবনুল মুবারক 'আল-যুদহ' (নং-১৩৩১) উক্তিটি বর্ণনা করেছেন]

উপদেশদানকারী মানুষকে যে আদেশ দিচ্ছেন নিজে সেটার উপর আমলকারী হওয়া এবং যা থেকে নিষেধ করছেন নিজে সেটা বর্জনকারী হওয়া। আল্লাহ্ তাআলা বনী ইসরাইলকে তাদের কথা ও কাজের অমিলের কারণে তিরস্কার করে বলেন: "তোমরা কি মানুষকে সৎকর্মের নির্দেশ দাও এবং নিজেরা নিজেদেরকে ভূলে যাও, অথচ তোমরা কিতাব পাঠ কর? তবুও কি তোমরা চিন্তা কর না?"[সূরা বাকারা, আয়াত: ৪৪] যে ব্যক্তি মানুষকে সৎকাজের আদেশ করে কিন্তু নিজে করে না এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে কিন্তু নিজে সেটা করে তার ব্যাপারে কঠিন হুশিয়ারি এসেছে।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।